তারিখ 1/12/78
পৃষ্ঠা 3 2

শিক্ষানীতি প্রতিবেদনের চূড়ান্ত বিবেচনা শুরু

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গত বুধবার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের অষ্টাদশ কম অধিবেশনে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতির সম্পাদিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে সর্বশেষবারের মত আলোচনা শুরু হইয়াছে। প্রফেসর এম, আই, চৌধুরীকে সম্পাদক করিয়া গঠিত সম্পাদনা কমিটি গত ২৪শে নভেম্বর চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পাদনার কাজ শেষ করেন। বুধবারের ছয় ঘণ্টা ব্যাপী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর এম, আই, চৌধুরী। মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন সভাপতিত্ব করেন।

কাজী মুহাম্মদ মঞ্জুরে মওলা বলেন যে, সরকার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সম্পাদনা কমিটির নিকট অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি কার্যকরীকরণের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে 'বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও আর্থিক সংশ্লেষ' বিষয়ক একটি অধ্যায় যোগ করার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদিত প্রতিবেদনে তাহা সংযোজিত হয় নাই।

ইহার উত্তরে সম্পাদনা কমিটির সম্পাদক প্রফেসর এম. আই. চৌধুরী বলেন যে, এই প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর বাস্তবায়নের সময় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া উচিত।

ইহার পর সদস্যদের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আনীত সংশোধনী গৃহীত না হইলে 'ভিন্নমত' বা 'নোট অব ডিসেন্ট' হিসাবে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের এক অংশে সংযোজিত করার বিষয় লইয়া তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

অধিবেশনে 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' অধ্যায়ের এগারটি ধারার সাতটি ধারার সংশোধনী ও একটি ধারা 'সকল পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা' কে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব আনেন কাজী মুহাম্মদ মনজুরে মওলা। ব্যাপক আলোচনার পর প্রতিবেদনের মূল অধ্যায়ের ধারাগুলিতে দুই একটি শব্দ পরিবর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমে পাস হইয়া যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যায়ে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল সম্পর্কিত ধারাটি বাদ পড়িয়াছে বলিয়া জনাব ফয়েজ আহমদ অভিযোগ করেন। ইতিপূর্বে এক অধিবেশনে এ ব্যাপারে তিনি সংশোধনী প্রস্তাব রাখিয়াছিলেন। পরে সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এইরূপ—"দেশে বর্তমানে চালু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ও এই ধরনের বিশেষ স্কুল মহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থের পরিপন্থী বিধায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্কুলে রূপান্তরিত হইবে এবং প্রাথমিক স্তরের অভিন্ন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষাদান করিবে।"

এই অধ্যায়ে একটি ধারায় কাজী মনজুরে মওলা আনীত সংশোধনী প্রস্তাব "প্রাথমিক শিক্ষকদের বর্তমান চাকুরী মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চাকুরীবিধি প্রণয়ন করিতে হইবে; সারাদেশে সকল প্রাথমিক শিক্ষক এক অভিন্ন ব্যবস্থার অধীনে কাজ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে" গৃহীত হয়। এই ধারা সম্পর্কে ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহ ও জনাব আবুল কালাম আজাদ আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটির পক্ষে সমর্থন কম থাকায় উহা

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)